রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ৩৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭১৭—৭৩৬	৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯০১—৯৩১	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
			(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
			(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৪৫—১০৬৭	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৬ জুন ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৭.১৬-৩৫৮—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. সুফিয়া বুলবুল, সাবেক অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা-কে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১০ জুলাই ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০৩৬.১৬-৪১৭—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১(খ) ধারার বিধান অনুযায়ী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ, যুগ্ম-সচিব এর পরিবর্তে জনাব আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা-কে উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬

নং ০৯.৩১২.০১৯.০১.০০.০১৯.২০০৬/২৮২—যেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ০২-০৬-২০১০ তারিখের ০৯.৩১৫.০২৪.০৫.০২.১৪৮.২০১০/১৩৬ নম্বর স্মারকমূলে ৪ (চার) বছরের জন্য জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্কে ইকনমিক উইংয়ে পদায়ন করা হয়। তিনি নিউইয়র্কে বদলীকৃত পদে ০২-০৮-২০১০ তারিখে যোগদান করেন। তাঁর কর্মকাল শেষে নিউইয়র্ক থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক এ বিভাগে যোগদানের জন্য তাঁকে ১০-০২-২০১৫ তারিখ অপরাহ্নে মিশন হতে অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি দেশে ফিরে না এসে ১৮-০২-২০১৫ থেকে ১৭-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) মাসের বহিঃবাংলাদেশ অর্জিত ছুটির আবেদন করেন। চাকুরী বিধি অনুযায়ী অবমুক্তির পর নির্ধারিত ৬ (ছয়) দিন যোগদানকাল এবং ১ (এক) দিন ট্রানজিট (যাতায়াত ভ্রমণ) শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের বিধান রয়েছে। ফলে তাঁর আবেদনটি বিধি সম্মত না হওয়ায় উক্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন নামঞ্জুর করে যথাসময়ে দেশে ফিরে এসে এ বিভাগে যোগদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অন্যথায় তিনি বিনা অনুমতিতে চাকুরীতে অনুপস্থিতির দায়ে দায়ী হবেন মর্মেও তাঁকে অবহিত করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি এ বিভাগে যোগদান না করে সরকারি আদেশ ভঙ্গ করায় এবং অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারশনের দায়ে অভিযুক্ত করে ১১-১১-২০১৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রণয়নসহ কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের কোন জবাব না দেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত প্রতিবেদন তাঁকে অবহিতকরনসহ ০৪-০৪-২০১৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু উক্ত কারণ দর্শানোর জবাবও তিনি না দেয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪ (৩) (ডি) বিধি মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্তকরণের (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা একজন দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা, সেহেতু The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (৬) প্রবিধান মোতবেক এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের (dismissal from service) সিদ্ধান্তের সংগে একমত পোষণ করে;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করে একই বিধিমালার ৪ (৩) (ডি) বিধি মোতাবেক সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্তকরণের (dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদান করা হ'ল।

৬। এ আদেশ তার অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১১-০২-২০১৫ থেকে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন
সিনিয়র সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

আদেশ

তারিখ, ১২ আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০০৩.১৫.৪৪৬—জনাব মির্জা ফারুক আহমেদ, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে রাজস্ব ক্ষতির সুযোগ তৈরী হওয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-১১ অনুযায়ী ৩১-০৮-২০১০ তারিখ চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে একই বিধিমালার বিধি-৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী ১৩-১২-২০১০ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। জনাব মির্জা ফারুক আহমেদ উক্ত অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল করে শুনানী প্রার্থনা করেন। জবাব দাখিলের প্রায় ২ বছর পরে ০৩-০৭-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর বক্তব্য পর্যালোচনা করে বিষয়টি তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে পণ্য চালান কায়িক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করায় উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার সুপারিশ করে;

০৩। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০৬-০৭-২০১৪ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে তিনি এটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি উল্লেখ করে নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন। তার প্রদত্ত বক্তব্য, সরকারি প্রতিনিধির প্রদত্ত বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পণ্য চালানগুলি শুল্কায়ন ব্যতীত বাহিরে যায়নি এবং সরকারের কোন রাজস্ব ক্ষতি হয়নি;

০৪। উপরোক্ত কারণে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর পরিবর্তে একই বিধিমালার ৩(বি) অনুযায়ী কর্তব্যের চরম অবহেলা প্রদর্শন করায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তবে দীর্ঘদিন যাবত সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকায় এবং সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি না হওয়ায় তাঁর প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শনপূর্বক ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করে ২৩-১২-২০১৪ তারিখে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়;

০৫। জনাব মির্জা ফারুক আহমেদ তার উপর আরোপিত ১ টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিতের দন্ড প্রত্যাহারের জন্য আপীল আবেদন করায় ১৭-০১-২০১৬ তারিখে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

০৬। জনাব মির্জা ফারুক আহমেদ এর আপীল আবেদন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও ব্যক্তিগত শুনানীতে পেশকৃত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত দন্ড প্রত্যাহারের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ না থাকায় তার আপীল আবেদন নামঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মির্জা ফারুক আহমেদ এর আপীল আবেদনটি নামঞ্জুর করে আপীল আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ২৫ এপ্রিল ২০১৬

নং আর-৬/৭এন-০২/২০১৬-২২৪—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শামীমা আক্তার, পিতা-জনাব মোক্তার আলী তালুকদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ২৯ জুন ২০১৬

নং আর-৬/৭এন-১১/২০১৬-৩৮৮—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ গোলামুন্নবী, পিতা-জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী (মাস্টার)-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ৬ জুন ২০১৬

নং-বিচার-৭/২এন-৭৫/০৪ (অংশ-১)-২৭৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পিতা-মোঃ শাহ্জাহান, মাতা-মোছাঃ ফিরোজা খাতুন, গ্রাম-পানিহাকা, ডাকঘর-আজিজনগর, উপজেলা-তেঁতুলিয়া, জেলা-পঞ্চগড়।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ০৩ নং তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

নং-বিচার-৭/২এন-২১/২০১৪-২৭৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী, পিতা-স্বর্গীয় চন্দন চক্রবর্তী, মাতা-বিজয় লক্ষ্মী চক্রবর্তী, গ্রাম-রাজস্থলী বাজার, ১ নং ঘিলাছড়ি, ডাকঘর-রাজস্থলী, উপজেলা-রাজস্থলী, জেলা-রাঙ্গামাটি।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৯ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৩২/১৩(অংশ)-৩০২—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব অমলেন্দু দে, পিতা-মৃত অধীর রঞ্জন দে, মাতা-আশা দে, মাহবুবুর রহমান ভবন, ৪র্থ তলা, পোঃ অফিস রোড, বিয়ানী বাজার, ডাকঘর-বিয়ানীবাজার, উপজেলা-বিয়ানীবাজার, জেলা-সিলেট।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত]

কৃষি মন্ত্রণালয়
গবেষণা অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ মে ২০১৬

নং ১২.০৬২.০০৬.০২.০২.০০০.২০০৬-২৫১—বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন (১৯৯৬ সালের ১৪ নং আইন) এর ৬এ ধারার বিধানমতে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট পুনর্গঠন করা হলো :

১। মহাপরিচালক	-	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)
২। প্রফেসর ড. সাদেকা হালিম সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	-	সদস্য (মনোনীত)
৩। ড. মো: আব্দুল জলিল ভূঁঞা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হর্টেক্স ফাউন্ডেশন মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।	-	সদস্য (মনোনীত)
৪। সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ণ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	-	সদস্য (বিএআরসি'র প্রতিনিধি)
৫। জনাব চৈতন্য কুমার দাস পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।	-	সদস্য (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি)
৬। পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৮। পরিচালক (কন্দাল ফসল) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
৯। পরিচালক (গম গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১০। পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১১। পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ণ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১২। পরিচালক (ডাল গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১৩। পরিচালক (তৈল বীজ গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	সদস্য (পদাধিকার বলে)
১৪। ড. পরিতোষ কুমার মালাকার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা গম গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর।	-	সদস্য (ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী)

১৫।	ড. জি এম পানাউল্লাহ প্রাক্তন পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফ্ল্যাট নং-বি-২, হাউস নং-৬, রোড নং-৬, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।	-	সদস্য (ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী)
১৬।	জনাব নূরুন নাহার পিতা-মৃত আব্দুল গফুর মোল্লা মাতা-আনোয়ারা বেগম গ্রাম-বক্তারপুর, ডাক-জয়নগর ইউনিয়ন-ছলিমপুর, উপজেলা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা।	-	সদস্য (কৃষক প্রতিনিধি)
১৭।	ড. মাসুদুল কাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দু:স্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (DSK) বাড়ী নং-৭৪১, সড়ক নং-০৯ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি আদাবর, ঢাকা।	-	সদস্য (এনজিও প্রতিনিধি)
১৮।	উপসচিব গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।	-	সদস্য
১৯।	জনাব মো: সাইফুল্লাহ পান্না (৫৭৩৬), উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	-	সদস্য
২০।	পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।	-	সদস্য-সচিব (পদাধিকার বলে)

০২। বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এর সকল মনোনীত সদস্য পদের মেয়াদ বোর্ড গঠনের তারিখ হতে ০৩ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারহানা আইরিছ
উপসচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়

বেতার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ জুন ২০১৬

নং ১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০১.১৬-২৫১—বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব মোঃ রাসেল শেখ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত থাকবেন এবং প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জ্যেষ্ঠ ১৪২৩/১ জুন ২০১৬

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩৭.০১১.১৫-৩৭৪—জনাব মোহাম্মদ আলমগীর, প্রযোজক, নিশি কথাচিত্র, ৭৩, কাকরাইল, ইস্টার্ণ কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রযোজিত **"গোপন শত্রু"** নামক চলচ্চিত্রে সেন্সরবিহীন অশ্লীল গান ও দৃশ্য জুড়ে দিয়ে প্রদর্শন করার দায়ে দি সেন্সরশীপ অব ফিল্মস এ্যাক্ট, ১৯৬৩ এর ৫নং ধারা (সংশোধিত ২০০৬) এবং দি বাংলাদেশ সেন্সরশীপ অব ফিল্মস রুলস, ১৯৭৭ এর ২৫নং বিধি মোতাবেক উক্ত চলচ্চিত্রটির সেন্সর সনদপত্র (নং-এলএফ-৮৬/২০০৫, তারিখ ৬-৯-২০০৫) স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো এবং সমগ্র বাংলাদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

২। **"গোপন শত্রু"** চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ আষাঢ় ১৪২৩/২৩ জুন ২০১৬

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০০৯.১৬-৮২—জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম), গোপালগঞ্জ গণপূর্ত ই/এম উপ বিভাগ, গোপালগঞ্জ উক্ত বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কিছু কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনে জানা যায়। প্রতিবেদনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সোলার প্যানেল স্থাপনে ত্রুটি থাকার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা তাঁর কর্তব্যে চরম অবহেলার সামিল এবং তা অসদাচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর এ ধরণের অসদাচরণের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ মোতাবেক তাঁকে (জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ) সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০০৯.১৬-৮৩—জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ উক্ত গণপূর্ত বিভাগে উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কিছু কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনে জানা যায়। প্রতিবেদনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভবনের ছাদের নির্মাণ কাজে ত্রুটি থাকার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা তাঁর কর্তব্যের চরম অবহেলার সামিল এবং তা অসদাচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর এ ধরনের অসদাচরণের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ মোতাবেক তাঁকে (জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম) সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকীভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০০৯.১৬-৮৪—রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-২ এর উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), জনাব বদরুল হাসান, গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কিছু কাজ তাঁর তত্ত্বাবধানে ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনে জানা যায়। প্রতিবেদনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সোলার প্যানেল স্থাপনে ত্রুটি থাকার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা তাঁর কর্তব্যের চরম অবহেলার সামিল এবং তা অসদাচরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর এ ধরনের অসদাচরণের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি মোতাবেক তাঁকে (জনাব বদরুল হাসান) সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকীভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ আষাঢ় ১৪২৩/২৮ জুন ২০১৬

নং ২৫.০০.০০০০.০১৩.৯৯.০০৯.১৬-৮৬—লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সময়ে সময়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক রমনা পার্কে নানাবিধ কর্মসূচি আয়োজনের কারণে ঐহিত্যবাহী রমনা পার্ক তার সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য হারাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসাবে নানাপ্রকার অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান পণ্যের দোকান ও পসরার উপস্থিতির কারণে রমনা পার্ক হতশ্রী হয়ে পড়ছে এবং একই সাথে এর জীব বৈচিত্র্যও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

২। এ কারণে রমনা পার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ঐতিহ্য সুরক্ষা ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে পহেলা বৈশাখে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ব্যতীত রমনা পার্কে সারা বছর অন্য কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে না বা এ সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
উপসচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ত্রাণ প্রশাসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ জুন ২০১৬

নং ৫১.০০.০০০০.৪১০.১৮.১৬.১৫-২৩৭—যেহেতু, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রাক্তন পিআইও, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা) জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানায় মামলা নং ১০, তারিখ ১৪-১১-২০১১ খ্রিঃ দায়ের হয়েছে এবং কেন্দুয়া থানার চার্জশীট নং ১০৫, তারিখ ১৮-৬-২০১৪ খ্রিঃ বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নেত্রকোণায় দাখিল করা হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১ নং বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম, উপ-পরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-কে ১-৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শাহ্ কামাল
সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

পাট-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ আষাঢ় ১৪২৩/২৩ জুন ২০১৬

নং ২৪.০০.০০০০.১১৯.১৮.০৭৬.১৫/২৯৮—যেহেতু, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ-কে টাংগাইলে কর্মরত থাকাকালীন পাট অধিদপ্তরের ১৩-৪-২০১৫ তারিখের পাঅ/প্রঃ/প্রকল্প/মহাপরিচালক/০৮/৪৩/২০১৭ নম্বর স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ বাতিলের জন্য এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে পত্র লেখার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করে কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হয়;

যেহেতু, জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন এবং তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী ও জবাব পর্যালোচনার পর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রামাণিত হয়;

কিন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করায় ও তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর নয় বিবেচনায় লঘু দণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) ধারা মোতাবেক জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এর উপর তিরস্কার (censure) আরোপ করা হলো।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এ কাদের সরকার
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

এল এ কেস নং-০৩/১৯৬০-৬১

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-১৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ৫-১২-১৯৬০ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-সিংহগাতী, জে, এল নং-২৩৬, উপজেলা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৬৪ পূর্ণ	০.২৫
২৬৫আং	০.৩২
২৭০ ,,	০.০৫
২৭১ পূর্ণ	০.০৫
২৭২ আং	০.০১
২৮৭ পূর্ণ	০.০২
২৮৮ ,,	০.০৮
২৯০ ,,	০.৬১
১১০৩ আং	০.০৫
	মোট= ১.৪৪ একর

ভূমি নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল এ কেস নং-১২/৬৭-৬৮

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-১৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-৭-১৯৬৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-জুনকাইল, জে, এল নং-৯২, উপজেলা-কাজিপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৭০০ আং	০.১২
১৭২৬ ,,	০.১২
১৮২৯ ,,	০.২৩
	মোট= ০.৪৭ একর

ভূমি নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল এ কেস নং-৩২/১৯৮০-৮১

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-১৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১২-১২-১৯৮১ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-চান্দাইকোনা, জে, এল নং-৫৯, উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৮৭ আং	০.০৫
১৩৮৮ ,,	০.০০২৫
১৩৯১ ,,	০.০০৫০

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৩৯২ পূর্ণ	০.২৩
১৪০৩ আং	০.০৬২৫
	মোট= ০.৩৫ একর

ভূমি নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল এ কেস নং-১৩/৬৭-৬৮

ফরম ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৬১.১৪-১৫২—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-২-১৯৬৮ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-শুভগাছা, জে, এল নং-৯১, উপজেলা-কাজিপুর, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

দাগ নং (সি, এস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৫৬৩৯ অং	০.৪০
৫৬৪০ ,,	০.০৭
৫৬৭৪ ,,	০.০৪
৬১২৮ ,,	০.০৩
	মোট= ০.৫৪ একর

ভূমি নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর এল এ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল.এ. কেস নং-২৭/৭২-৭৩
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০৮-৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ চরজ্ঞান, জে,এল, নং-৬৫, সিট নং-০২, উপজেলাঃ মনপুরা, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	২
৮৬৮, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫ ও ৮৮৬।	৭.১৫

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২৬/৭৩-৭৪
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-০৯-৭৫ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ কুতুবা, জে,এল, নং-৪১, সিট নং-০২, উপজেলাঃ বোরহানউদ্দিন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
১৯৫৪, ১৯৬৮, ১৯৭১ ও ২০১৫।	১.৯১

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-১৬(W)/৭২-৭৩
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৫-৭৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ চরগোয়ালিয়া, জে,এল, নং-৭২, উপজেলাঃ মনপুরা, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০২৩, ২১০৩, ২১০৬, ২১০৮, ২১১৩, ২১১৪, ২১১৬, ২১১৭, ২১১৮, ২১২০, ২১২১, ২১২৪, ২১২৫, ২১২৬, ২১৪২, ২১৪৪, ২১৪৭, ২১৪৯, ২১৫০, ২১৫১, ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪, ২১৫৬, ২১৭১, ২১৭২, ২১৭৩, ২১৭৬, ২১৭৮, ২১৭৯, ২১৮১, ২১৮৩, ২১৮৪, ২১৯৩, ২১৯৪, ২১৯৫, ২২১২, ২২১৩, ২২১৪, ২২১৫ ও ২৪৪৬।	২৮.০৪

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-১৮(W)/৭২-৭৩
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৪-০৭-৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ রহমানপুর, জে,এল, নং-৭৩, উপজেলাঃ মনপুরা, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৯৭ ও ৯৮।	১৪.৬৮

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২/৭৭-৭৮
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ মুন্সীরহাওলা, জে,এল, নং-১৮, উপজেলাঃ লালমোহন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
৫১৫, ৫১৬ ও ৫১৭।	১.৫০

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২০/৬৯-৭০
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৪-১১-৭০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ চর হরিশ, জে,এল, নং-১১৫, উপজেলাঃ লালমোহন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
১২৭, ১২৮, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২ ও ১৬৫।	১২.৪২

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২৬/৬৯-৭০
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-১২-৭০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ উত্তর চরকলমী, জে,এল, নং-১১১, উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
২০৮৬, ২০৯০, ২০৯১, ২০৯২, ২০৯৩, ২০৯৪, ২০৯৫, ২০৯৬ ও ২১৯৩।	৮.৯৬

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-০১/৭২-৭৩
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-০৬-৭৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ হাজারীগঞ্জ, জে,এল, নং-৯৫, উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
২৮১২	৪.৮০

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-৩২(W)/৮০-৮১
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৯-০৮-১৯৭২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ চর দিদারুল্লা, জে,এল, নং-৩০, উপজেলাঃ দৌলতখাঁন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	২
২২৮৩, ২২৮৫, ২২৮৬, ২৩১৫, ২৩১৬, ২৩১৭, ২৩১৮, ২৩১৯, ২৩২৩, ২৩২৪, ২৩২৫, ২৩২৬, ২৩২৭, ২৩২৮, ২৩৩৪, ২৩৩৫,	১২.৫০

১	২
২৩৩৬, ২৩৮২, ২৩৮৩, ২৩৮৬, ২৩৮৭, ২৩৮৮, ২৩৮৯, ২৩৯১, ২৩৯০, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৪, ২৩৯৫, ২৩৯৬, ২৪০১, ২৪০৩, ২৪০৫, ২৪০৬, ২৪০৭, ২৪০৮, ২৪০৯, ২৪১০, ২৪১১, ২৪১২, $\frac{২৩১৩}{২৪১৩}$, ২৪১৪, ২৪১৯, ২৪২১, ২৪৮১।	

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

এল.এ. কেস নং-২৯/৬৯-৭০
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ, ২৬ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৩৩.১৬-১৭৭—যেহেতু নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০২-০১-১৯৭১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ চরপাতা নাংলা, জে,এল, নং-১০৮, উপজেলাঃ লালমোহন, বর্তমান চরফ্যাশন, জেলাঃ ভোলা।

দাগ (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩
১৬২৫, ১৬২৭, ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩০, ১৬৩২, ১৬৩৩, ১৬৩৪, ১৬৩৫, ১৬৩৬, ১৬৩৭, ১৬৩৮, ১৬৩৯, ১৬৪০, ১৬৪১, ১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ১৬৪৫, ১৬৫১, ১৬৫২, ১৬৫৫, ১৬৫৬, ১৬৫৭, ১৬৫৮, ১৬৬১, ১৬৬২, ১৬৬৩, ১৬৬৪, ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৭৪, ১৬৭৫, ১৬৭৬, ১৬৭৭, ১৬৭৮, ১৬৭৯, ১৬৮১, ১৬৮২, ১৬৮৩, ১৬৮৫ ও ১৬৮৬।	২২.৩১

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফরোজা আক্তার
সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জুন ২০১৬ খ্রিঃ

নং মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-২)/৯২—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা (১) (ঘ) (ঙ) ও (ছ) মোতাবেক জেলা প্রশাসক, নরসিংদী এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার নরসিংদী জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো:

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
১।	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	অধ্যাপিকা আইরিন পারভীন (নার্গিস), বিএ(সম্মান), এমএ এলএলবি, পিতা-আবদুর রহমান, ৯১/১, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-হাসনাবাদ, রায়পুরা।	সদস্য
২।	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	মোসাম্মদ তাহমিনা আক্তার লাইলী, স্বামী-মোঃ সাখাওয়াত হোসেন খোকা, ৪০নং দাসপাড়া, নরসিংদী, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম-ঢালুয়ার চর, উপজেলা-পলাশ।	সদস্য

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	পদবী
৩।	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মোসাম্মৎ রহিজা বেগম, স্বামী-আবি আব্দুল্লাহ, ৩৯/২৩ সাটিরপাড়া, নরসিংদী।	চেয়ারম্যান
৪।	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম নাছিমা সুলতানা, স্বামী-সৈয়দ নাজমুর ইসলাম, গ্রাম-ছোটাবন্দ, উপজেলা-শিবপুর।	সদস্য
৫।	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম তৌহিদা সরকার রুনা, স্বামী-মৃত রাব্বিল মিয়া, পশ্চিম দত্তপাড়া, নরসিংদী।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ৩নং ক্রমিকের মোসাম্মৎ রহিজা বেগম উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৬.১৫-১৬৫—যেহেতু শেখ মোহাম্মদ শফিকুল আলম (০০৫০০৬), নির্বাহী প্রকৌশলী (সাময়িক ভাবে বরখাস্ত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর অনুকূলে গত ৩১-০১-২০১২ তারিখের ৩৫.০২২.০০৮.০০.০০.০০৮.২০১১-৫৬ সংখ্যক স্মারকমূলে Queensland University of Technology, Australia-তে পি.এইচ.ডি. প্রোগ্রামে অধ্যয়নের নিমিত্ত গত ২২-০২-২০১২ তারিখ হতে ০৯-০৩-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ বছর ১৫ দিনের প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু তিনি পরবর্তিতে মঞ্জুরীকৃত প্রেষণাদেশ ১০-০৩-২০১৫ তারিখ হতে আরও ০২(দুই) বছর বর্ধিতকরণের জন্য ১১-০১-২০১৫ তারিখ আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর অনুকূলে ইতোপূর্বে গত ৩০-১০-২০০০ তারিখের সপ্র/১টি-২১/২০০০/৫৮ সংখ্যক স্মারকমূলে Research Training & M. Phil in Highway Engineering at the University of Birmingham প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য গত ০১-১১-২০০০ তারিখ হতে ৩০-১১-২০০২ তারিখ পর্যন্ত ০২ বছর ০১ মাস প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়েছিল। এতে তাঁর অনুকূলে মঞ্জুরকৃত প্রেষণের সময়কাল সর্বমোট (০২ বছর ০১ মাস+০৩ বছর ১৫ দিন)=০৫ বছর ০১ মাস ১৫ দিন হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রার্থীত অতিরিক্ত প্রেষণাদেশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০২-২০১০ তারিখের ০৫.২০২.০২২.০০.০০.০৮০.৯২-৫১(৫০) সংখ্যক পরিপত্রের পরিপন্থি হওয়ায় তাঁর আবেদনটি মঞ্জুর না করে তাঁকে ১০-০২-২০১৫ তারিখ দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজে যোগদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু প্রেষণাদেশ (Deputation) ১০-০৩-২০১৫ তারিখ হতে ০২(দুই) বছর বর্ধিতকরণের জন্য গত ১৬-০২-২০১৫ তারিখে পুনরায় আবেদন করলে তা বিধিসম্মত না হওয়ায় না-মঞ্জুর করে তাঁকে ২৬-০৪-২০১৫ তারিখের মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজে যোগদানের জন্য পুনরায় ০৯-০৪-২০১৫ তারিখ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তিতে তিনি গত ২২-০৪-২০১৫ তারিখ একই কারণ দেখিয়ে ০২(দুই) বছর সময় বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করেন, যা বিধিসম্মত না হওয়ায় বিবেচনায় নেয়া হয়নি;

যেহেতু তাঁর অনুকূলে মঞ্জুরকৃত প্রেষণ মেয়াদ গত ৯-৩-২০১৫ তারিখ শেষ হওয়ার পর কাজে যোগদানের জন্য একাধিকবার নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ১০-০৩-২০১৫ তারিখ থেকে অদ্যাবধি কাজে যোগদান না করে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু এ পরিস্থিতিতে গত ২৬-০৭-২০১৫ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০৪১.২০০৯-৫৭৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গত ২৬-০৪-২০১৫ তারিখ হতে তাঁকে চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ২৬-২০১৫ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী অভিযুক্ত করে কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না মর্মে বিগত ১৩-০৮-২০১৫ তারিখে রেজিস্টার্ড/এডি সহযোগে তাঁর সম্ভাব্য সকল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করত: তা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং তিনি ০৭-০৯-২০১৫ তারিখ জবাব দাখিল করেন, কিন্তু শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেননি;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, প্রদত্ত জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৮-০১-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও ডিজারশন এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত ডিজারশন ও অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য গত ২৬-০১-২০১৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু তিনি বিদেশ থেকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু শেখ মোহাম্মদ শফিকুল আলম (০০৫০০৬), নির্বাহী প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে, শেখ মোহাম্মদ শফিকুল আলম (০০৫০০৬), নির্বাহী প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক গত ১০-০৩-২০১৫ তারিখ থেকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ (শৃঙ্খলা) শাখা

আদেশ

তারিখ, ১৪ আষাঢ় ১৪২৩/২৮ জুন ২০১৬

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.১৭৫.১১(অংশ-১)-১৩২—যেহেতু, জনাব নূর আহম্মদ হোসেন, অতিঃ সিএমই/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী (চঃদাঃ) (প্রাক্তন ডিএমই/ লোকো/চট্টগ্রাম) কর্তৃক ২০০৯ সালে দরপত্রের প্রাক্কলন তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা নং ১৫০, তারিখ ১৩-০৭-২০১১ এর তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ আকবর হোসাইন (যুগ্মসচিব), রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে বিধি- মোতাবেক পর পর তিনবার ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি তদন্ত কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হননি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ (ন্যায় সংগত আদেশ) কে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত শুনানীতে উপস্থিত না হওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ (Misconduct)-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ২৩৮ তারিখ: ২৪-১২-২০১৫খ্রি. রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব নূর আহম্মদ হোসেন, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর (চঃদাঃ) কর্তৃক ১৮-১-২০১৬ তারিখ অভিযোগনামার জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করা হলে গত ১৪-২-২০১৬ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলা নং ১৫০ তারিখ ১৩-৭-২০১১ এর ২য় ও ৩য় নোটিশ যথাযথভাবে জারি করেছেন মর্মে জানান। তবে, তদন্তে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট যে ৩টি নোটিশ প্রেরণ ও জারী করা হয়েছে মর্মে সরকার পক্ষ কর্তৃক যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে রেজিস্ট্রি ডাকের প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ, সরকার পক্ষে উপস্থাপন করতে পারেনি। অর্থাৎ তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নোটিশ ইস্যু হলেও জারি হয়েছে এরূপ নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। ফলে অকাট্য দালিলিক প্রমাণের অভাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ২য় ও ৩য় নোটিশ না পাওয়া সংক্রান্ত বক্তব্যই প্রাসংগিক বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে অভিযুক্ত কর্মকর্তা যেহেতু ১ম নোটিশ পেয়েছেন, তিনি ২য় ও ৩য় নোটিশও পেয়েছিলেন বিষয়টি অনুমানভিত্তিক। শুধুমাত্র অনুমান বা ধারণার উপর ভিত্তি করে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা কিংবা তার ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

৪। যেহেতু, জনাব নূর আহম্মদ হোসেন, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা), বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর (চঃদাঃ) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের (Misconduct) অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সার্বিক বিবেচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অকাট্য দালিলিক প্রমাণের অভাব, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নোটিশ অগ্রাহ্যকরণের মাধ্যমে অসদাচরণ জনিত অপরাধ সংঘটন ও বিভাগীয় মামলাটি পরিচালনার মত উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান নেই।

৫। সেহেতু, রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা, সরকার পক্ষ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ও লিখিত জবাব; এবং তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য পর্যালোচনাক্রমে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট কারণ না থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপবিধি মোতাবেক জনাব নূর আহম্মদ হোসেনকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে তাকে সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

অফিস আদেশ

তারিখ, ৮ আষাঢ় ১৪২৩/২২ জুন ২০১৬

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৫.১৬-৫৩২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা), সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রুপসা, খুলনা এর বিরুদ্ধে থানার মামলা নং-২৮ তারিখ ১৬-৬-২০১৫ ধারা ১৪৩/১৪৭/১৪৯/১৫২/১৫৩/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/৫১১/ ১০৯ বাংলাদেশ দন্ড বিধি তৎসহ ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/২৫ (ঘ) দায়ের হয়। উক্ত দুটি মামলায় তিনি

গ্রেফতার হয়ে যথাক্রমে ১৭-৬-২০১৫ তারিখ থেকে ২৮-৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত এবং ২৭-১১-২০১৫ থেকে ২৪-১-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কারাবরণ করেন। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে উভয় মামলায় জামিনপ্রাপ্ত হয়ে যথাক্রমে ২৯-৭-২০১৫ তারিখ এবং ২৫-১-২০১৬ তারিখে কর্তব্য কাজে যোগদান করেন। বর্তমানে মামলা দুটি বিচারাধীন আছে। তিনি ফৌজদারী মামলার এজাহারভুক্ত আসামী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে মাউশি অধিদপ্তর জানিয়েছেন;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হককে, বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII)S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী ১৭-৬-২০১৫ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বিধিসম্মত ও জনস্বার্থে প্রয়োজন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা), সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রুপসা, খুলনাকে বিএসআর (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং-ED(Reg.VII)S-১২৩/৭৮১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ মোতাবেক ১৭-৬-২০১৫ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন;

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

অধিশাখা-১৮

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ আষাঢ় ১৪২৩/২২ জুন ২০১৬

নং শিম/শাঃ ১৮/১ঢা বি-১৪/৯৮/২১০—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ১৩(১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমেদ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাকে নিম্নোক্ত শর্তে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন:

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে তার নিয়োগের মেয়াদ ৪(চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই এ নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে তিনি তার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতাদি পাবেন এবং প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঘ) এ নিয়োগ তার যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

শাহনাজ সামাদ
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

আদেশ

তারিখ, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/২৪ মে ২০১৬

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-০৫/২০১৬-৩৮২—যেহেতু জনাব মোঃ মাছুম বিল্লাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, বরগুনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরনের অভিযোগে গত ২৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৫/২০১৬-৩৪৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ও নথিপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ মাছুম বিল্লাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, বরগুনা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) উপবিধি মোতাবেক ০১(এক) টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট (পরবর্তী ধাপের ০১টি বেতন বৃদ্ধি) ৩ বছরের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

এক্ষণে সেহেতু, তাকে (জনাব মোঃ মাছুম বিল্লাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, বরগুনা) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) উপবিধি মোতাবেক ০১(এক) টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট (পরবর্তী ধাপের ০১টি বেতন বৃদ্ধি) ৩ বছরের জন্য স্থগিত করা হল। উল্লেখ্য যে, তিনি ভবিষ্যতে স্থগিত বেতন বৃদ্ধির কোন অংশ বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ হুমায়ুন খালিদ
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ শাখা

আদেশ

তারিখ, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/১৩ জুন ২০১৬

নং ৪১.০০০০.০০.০৩৬.২৭.০৯৫.১৬.৭১—যেহেতু জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জ এর পূর্ববর্তী কর্মস্থল শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, মৌলভীবাজারে কর্মরত থাকা অবস্থায় ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করেন মর্মে অবহিত করেন, পরবর্তীতে বিতরণকৃত অর্থ আদায় না হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য জনাব মোঃ আবু তাহের, উপপরিচালক (কার্যক্রম-২) সমাজসেবা অধিদফতর, সদর কার্যালয় ঢাকাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে- জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম কর্তৃক শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, মৌলভীবাজারে কর্মরত থাকা অবস্থায় ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা বিতরণের সময় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, যেমন-পরিবার জরিপ ছাড়া ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণের স্কিম ফরম ও আবেদনপত্রে ঋণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর, ঋণ গ্রহীতার সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, নাগরিকতার সনদপত্র, মোবাইল নম্বর না থাকা, কর্মদল গঠন, দলীয় সঞ্চয় গ্রহণ ও অবহিতকরণ সভা না করা, ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে পৌর সমাজকর্মীদের সম্পৃক্ত না করা উল্লেখযোগ্য; এবং

যেহেতু, অজ্ঞাত কারণে ৩টি চেকে ৮,৩০,০০০/- (আট লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যাংক থেকে নিজে গ্রহণ করে পরবর্তীতে উক্ত অর্থ রেজিস্টারে বিতরণ দেখিয়েছেন কিন্তু ঋণ আদায় করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে কোনো ঋণ গ্রহীতাকে খুজে পাওয়া যায়নি। তদন্তকালে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে উপপরিচালক মৌলভীবাজার বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হননি মর্মে মতামত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, তার এহেন উদাসীনতা, শৈথিল্যতা, অব্যবস্থাপনা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ 'অসদাচরণ'-এর কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-১১(১) মোতাবেক তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; এবং

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-১১(১) অনুসারে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, দিরাই, সুনামগঞ্জকে চাকরি হতে 'সাময়িক বরখাস্ত' করা হলো।

২। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (subsistence allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান
সচিব।

প্রতিষ্ঠান অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ জুন ২০১৬

নং ৪১.০০.০০০০.০৫৭.৬১.০৬১.১৬-১৩২—অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১৩ তম সভার গৃহীত (সিদ্ধান্ত-৪) অনুযায়ী (Rehabilitation Council of Bangladesh) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া প্রণয়নকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-স্বাপকম/অটিজম-০৩/২০১৬/৪১, তারিখ ১৪-৩-২০১৬ মূলে গঠিত কমিটির কার্যপরিধির ক্রমিক-৩ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সদস্যগণকে কো-অপ্ট করা হলো।

সদস্যবৃন্দ

১ চেয়ারপার্সন, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট' (NDD), সমাজসেবা ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

২ মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও-এর প্রতিনিধি।

৩ ড. মোঃ আনোয়ার উল্ল্যাহ, এফসিএমএ (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ), প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

৪ উপসচিব (প্রতিবন্ধী বিষয়ক অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫ উপসচিব (আইন ও সংস্থা অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রওশন আরা বেগম
উপসচিব
ও
সদস্য সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়
স্বস-বিসিআইসি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জুন ২০১৬

নং ৩৬.০০.০০০০.০৬২.০৬.০২০.১৬.৩৪৫—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৬-৬-২০১৬ তারিখের ০৩.০৭৯.০১৬.৪৪.০০.০২.২০১৪-৪০১ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনার আলোকে বিগত ২৬ মে ২০১৬ তারিখ ১৯.২০ ঘটিকায় সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড (এসএফসিএল)-এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা তদন্তপূর্বক কারণ উদঘাটন, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ভবিষ্যতে এধরণের ঘটনা রোধকল্পে সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হল:

আহ্বায়ক

ক জনাব মুহম্মদ জিয়াউর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (অডিট), শিল্প মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

খ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)

গ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)

ঘ বিদ্যুৎ বিভাগ এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)

ঙ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা)

সদস্য-সচিব

চ জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়

২। **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) গত ২৬-৫-২০১৬ তারিখে শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড (এসএফসিএল)-এ অগ্নিকান্ডের কারণ উদঘাটন ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন;

(২) অগ্নিকান্ডের জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণ এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ;

(৩) ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

৩। কমিটি প্রয়োজনে অন্য কাউকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৪। কমিটি প্রজ্ঞাপন জারীর ০৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব-উল-আলম
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ আষাঢ় ১৪২৩/২৭ জুন ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৬.৩৮২—চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার মামলা নম্বর-১৭, তারিখ ২১-৩-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩) এর ৯(১) ধারা মামলার আসামীগণ রাঙ্গুনিয়া থানাধীন সরফভাটা ইউপির ইত্যাদি নামক মোড়ে নিষিদ্ধ সংগঠনের সমর্থনে জঙ্গী

তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৬.৩৮৩—শরীয়তপুর জেলার পালং থানার মামলা নম্বর-১৭, তারিখ ৩১-৮-২০১০ খ্রি: সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩) এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারা মামলার আসামীগণ ধর্মের নামে প্রচারের আড়ালে রাষ্ট্রের ক্ষতিসহ বিভিন্ন ধরণের নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো ও ষড়যন্ত্রমূলক অপরাধ কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিষিদ্ধ সংগঠনের সমর্থন করার অপরাধ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে অবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ, ১৫ আষাঢ় ১৪২৩/২৯ জুন ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৪.৩৮৪—ডিএমপি, ঢাকার চকবাজার থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ ২৫-১০-২০১৫ খ্রি: সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩) এর ৬(২) এর (ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঙ) ধারা মামলার আসামীগণ চকবাজার মডেল থানাধীন হোসাইনি দালাল ইমামবাড়ীর পাঠাগার এবং হোসাইনি দালাল ইমামবাড়ী ভবনের প্রাঙ্গন ও আশপাশ এলাকা শান্তিপূর্ণ লোক মিছিলে বোমা বিস্ফোরক ঘটিয়ে শোক মিছিল থেকে বিরত রাখা, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, ঐতিহ্যবাহী ইমামবাড়ী ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালানোসহ প্রাণহানী ঘটানো ও শতাধিক ব্যক্তিকে জখম করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে অবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৪-৩৮৫—ডিএমপি, ঢাকার খিলগাঁও থানার মামলা নম্বর-২৬, তারিখ ২৩-১০-২০১৫ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/ ২০১৩) এর ৮/৯/১০ ধারা মামলার আসামীগণ খিলখাঁও থানাধীন খিলগাঁও বটতলা বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ এর পশ্চিম পাশে দক্ষিণ দিকের গেইট এর রাস্তার উপর নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ হয়ে সমর্থন করাসহ ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৪-৩৮৬—সিএমপি, চট্টগ্রাম হালিশহর থানার মামলা নম্বর-১৪, তারিখ ২০-১১-২০১৫ খ্রিঃ ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর উপদফা (উ)/৭/১০/১৩ ধারা মামলার আসামীগণ হালিশহর থানাধীন আই ব্লক, লেইন-৪, রোড-১ (খালপাড়) বাসা নং-৩১ জনৈক সৌদি প্রবাসী আব্দুল্লাহ জাফর এর বাড়ীর ৩য় তলা ভাড়া করা বাসায় সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের চেষ্টা ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনা করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৫.১৬-৩৮৭—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর পাঁচলাইশ থানার মামলা নং-১০, তারিখ ০৫-১২-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩) এর ৮/৯/১০/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ পাঁচলাইশ থানাধীন বহদ্দার হাট কাঁচাবাজার সংলগ্ন রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে বহদ্দার জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশের গেইটের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের সদস্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ভ্রান্তিমূলক তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র তথা লিফলেট মুদ্রণ এবং প্রচারের অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৩/২৯ জুন ২০১৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০২.১৫-৩১১—পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৬ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য কয়েদীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ৫(পাঁচ) জন কয়েদীর অবশিষ্ট কারাদন্ড ও জরিমানা দণ্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মওকুফ করেছে ঃ

ক্রমিক নং	কয়েদী নম্বর, নাম, পিতার নাম ও বয়স	কারাগারের নাম
(১)	কয়েদী নং-৩২৬০/এ, আবুল কালাম সবুজ, পিতা-আবদুর ছোবহান, বয়স-৩৮ বছর।	নোয়াখালী জেলা কারাগার
(২)	কয়েদী নং-২৮৬১/এ, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পিতা মোঃ রেজাউল করিম, বয়স-২৫ বছর।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার
(৩)	কয়েদী নং-৫০৩০/এ, মোঃ শাহ আলম, পিতা-শফিকুল ইসলাম, বয়স-২৬ বছর।	শেরপুর জেলা কারাগার
(৪)	কয়েদী নং-৫০৬/এ, মোঃ মাসুদ রানা, পিতা মোঃ জালাল উদ্দিন, বয়স-২৫ বছর।	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার
(৫)	কয়েদী নং-১৭৭৩/এ, মোঃ জিয়ারুল, পিতা মোঃ নায়েব আলী, বয়স-৩৮ বছর।	বগুড়া জেলা কারাগার

২। এ আদেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদস্য অনুমোদন রয়েছে।

৩। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলী
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৬ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৩.২০১২-৪৩১—যেহেতু ডাঃ অরুনাভ ভট্টাচার্য্য (৩৭১৩১), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হবিগঞ্জ গত ০১-০৮-২০০৭খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩ (বি) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৪-০৪-২০১২খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৩.২০১২-৩৩৪নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ১১-১০-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৩.২০১২-৬৭৫ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ-দর্শনো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২৪-০৩-২০১৬ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০১৯.২০১৬-৯৬নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ৩০-০৫-২০১৬ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪ (এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ অরুনাভ ভট্টাচার্য (৩৭১৩১), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হবিগঞ্জকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৮-২০০৭খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১.২০১৫-৪৩৩—যেহেতু ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান (৪১৫০৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট চক্ষু, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ গত ২২-০৪-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৭-০৭-২০১৫খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১. ২০১৫-৪৪৬নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিদেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৯-১১-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১.২০১৫-৭৩৪নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শনো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ০৪-০৪-২০১৬ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০১৬.২০১৬-১০৩ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ৩০-০৫-২০১৬ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান (৪১৫০৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চক্ষু), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২২-০৪-২০১৫খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮১.২০১৬-৫০১—যেহেতু ডাঃ উৎপল চৌধুরী (৪৩০৮২), প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ত্রিশাল, ময়মনসিংহকে বতসোয়ানায় "Medical specialist (Paediatrics)" হিসেবে চাকুরির নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের ১১-০২-২০১০ তারিখের পার-৪/লিয়েন-৪/২০১০-৪৬নং স্মারকে ১ (এক) বছরের জন্য লিয়েন মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি উক্ত লিয়েন ভোগ করার জন্য গত ১৫-০২-২০১০ তারিখে ছাড়পত্র গ্রহণ করেন;

যেহেতু, তিনি মঞ্জুরিকৃত লিয়েন এবং ছুটি ভোগ শেষে যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১৬-০৯-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ১৫-০২-২০১৫খ্রিঃ তারিখে তাঁর সরকারি চাকুরিতে অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ৫(পাঁচ) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ উৎপল চৌধুরী (৪৩০৮২), প্রাক্তন জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৫-০২-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ: ৩০ জুন ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫৯.২০১৫-৫০৮—যেহেতু ডাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন (৪১৪৯৩), সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মুগদা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে

অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১০-০১-২০১৬ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫৯.২০১৫-০৯নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০২-০৬-২০১৬ তারিখের ৪৫.১৪৪.০১৯.০০.০০.০২৩.২০১৩-৪৪৫নং প্রজ্ঞাপনে তাকে পুনরায় সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), হিসেবে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মুগদা ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন (৪১৪৯৩), সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ: ৮ জুন ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৪.২০১৬-৪৪১—যেহেতু ডাঃ মোছাঃ হোসনে আরা নার্গিস (১৩১০৪৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ০৭-০৪-২০১৬ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৪.২০১৬-২৬৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শনো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ৩১-০৬-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোছাঃ হোসনে আরা নার্গিস (১৩১০৪৫), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে সরকারি নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণপূর্বক দায়িত্ব পালনের পরামর্শ প্রদান করে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল।

তারিখ: ২৮ জুন ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩০.২০১৬-৪৯৯—যেহেতু ডাঃ নিলুফার জাহান (৩০৭৫৪), প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২২-০৫-২০১৬ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩০.২০১৬-৩৮৬নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২২-০৬-২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জনান যে, তার একমাত্র কন্যা সেরিব্রেল পলসি আক্রান্ত হওয়ায় জটিল অর্থোপেডিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তৎজন্য যে ব্যায়বহুল ও দীর্ঘ মেয়াদী জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন তা শুধুমাত্র বিদেশে অবস্থানের সুযোগ পাবার কারণে তার পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে। একটি শিশুর স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের আশায় মা হিসাবে তার করণীয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে মানবিক বিবেচনা লাভের জন্য অনুরোধ জানান;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নিলুফার জাহান (৩০৭৫৪), প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ০৩-১১-২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ০৭ আষাঢ়, ১৪২৩/২১ জুন ২০১৬

নং ৪৬.০৮৩.০১৫.০৩.০০.০০১.২০১১-৬৭৬—আদিষ্ট হয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৫-০৯-২০০৯ তারিখের স্থাসবি/পাস-১/ নীতি-০১/২০০৫/৮৯৩ নং সরকারি আদেশের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্বখাতে নতুন সৃষ্টিকৃত ৩৬৩ (তিনশত তেষট্টি) টি পদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১৭৬ (একশত ছিয়াত্তর) টি পদ এবং ৭৭ (সাতাত্তর) টি আউটর্সোসিং পদ সংরক্ষণের মেয়াদ ০১-০৬-২০১৩ হতে ৩১-০৫-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষভাবে এবং ০১-০৬-২০১৫ হতে ৩১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত সংরক্ষণে সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

(ক) জনবল ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল
(১)	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৭০(সত্তর)টি)	৩৫৫০০—৬৭০১০
(২)	লিগ্যাল অফিসার	১(এক)টি	২৯০০০—৬৩৪১০
(৩)	সহকারী প্রকৌশলী	৯৬ (ছিয়ানব্বই) টি	২২০০০—৫০৫৩০

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল
(৪)	অডিটর	১(এক)টি	১১০০০—২৬৫৯০
(৫)	ইলেকট্রিশিয়ান	১(এক)টি	৯৩০০—২১৪১০
(৬)	নলকূপ মেকানিক/মেকানিক	৭(সাত)টি	৮৮০০—২০২৯০

মোট ১৭৬ (একশত ছিয়াত্তর) টি

(খ) আউট সোর্সিং পদ ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
(৭)	ড্রাইভার	৪০(চল্লিশ)টি
(৮)	মেশিন অপারেটর	৩(তিন)টি
(৯)	প্লাম্বার	১(এক)টি
(১০)	লিফ্টম্যান	১(এক)টি
(১১)	ক্লিনার/ল্যাব ক্লিনার	৪(চার)টি
(১২)	অফিস সহায়ক (এম, এল, এস, এস)	২০(বিশ)টি
(১৩)	গার্ড/চৌকিদার	৮(আট)টি

মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি

২। এ বাবদ যাবতীয় ব্যয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট মঞ্জুরী নং ৩২ এর অধীন জেলা কোট নং ৩-৩৭০০-৩৭৪১-৩৭৪৩-৩৭৪৫ এ জনস্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ খাত হতে মিটানো হবে;

৩। এ আদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারি করা হল এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৫-০৯-২০০৯ তারিখের স্থাসবি/পাস-১/নীতি-০১/২০০৫/ ৮৯৩ নং স্মারকের শর্ত বলবত থাকবে;

৪। এ পদসমূহ সংরক্ষণাদেশ জারীকৃত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

মোঃ খাইরুল ইসলাম
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রতিষ্ঠান শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.০২৩.০২২.৬১.০০.১২১.২০১৩-১৯২—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩)-এর ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন সম্পর্কিত উক্ত আইনের ১৮(৭) ধারা এবং উক্ত ধারার শর্তাংশে উল্লিখিত শর্ত প্রয়োগ হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে এককালীন অব্যাহতি প্রদান করিল:

শর্তসমূহঃ

(ক) রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের বাইরেও সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করিত পারিবে;

(খ) রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষেত্রে একই আইনের ১৮(৬) ধারায় উল্লিখিত মেয়াদকাল বলিতে আগামী ১৬-০৫-২০১৬ তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর বুঝাইবে এবং

(গ) যদি হাইকোর্টে মামলার কারণে নির্বাচনে বাধা না থাকে অথবা ইতিমধ্যে হাইকোর্ট নির্বাচনের অনুমোদন দিলে রংপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:-এর অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এ বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া নির্বাচিত নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাহ্‌রিন সুলতানা
সহকারী সচিব।